গড়ে তুলুন নিজেকে

স্নাতক বা স্নাতকোত্তর স্তরে পড়াশোনা শেষ করেই মনে হয় এবারে একটা চাকরি চাই। কেউ কেউ উচ্চমাধ্যমিক দিয়েই চাকরির জন্য খোঁজখবর শুরু করে। কিন্তু শুধু সিলেবাস ধরে পড়াশোনা করলেই চাকরির বাজারের জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত হওয়া যায় না। দরকার আরও কিছু। আধুনিক কাজের জগৎ ঠিক কী চাইছে? কীভাবে নিজেই নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলবেন আধুনিক এই কর্মজগতের জন্য? এই নিয়েই এই বিভাগ। বিভিন্ন নামী সরকারি-বেসরকারি সংস্থার ব্যস্ত পেশাদাররা জানাচ্ছেন তাঁদের নিজেদের গড়ে ওঠার কথা, পরামর্শ দিচ্ছেন কীভাবে আপনারাও নিজেদের গড়েপিটে নেবেন দ্রুত বদলাতে থাকা এই কর্মজগতের জন্য।

ইন্টারভিউয়ার আশা করেন প্রার্থী সংস্থার কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করবে

অনিন্দ্য দে
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
ই আর এম প্লেসমেন্ট সার্ভিসেস
(একটি সর্বভারতীয় প্লেসমেন্ট সংস্থা)

ভারতে পণ্য উৎপাদন ও বিপণনের বাজারে এখন দেশি সংস্থাগুলির সঙ্গে বিদেশি এবং বহুজাতিক সংস্থাগুলিও সমানতালে অংশ নিচ্ছে। এর ফলে চাকরির পরিসর বৃদ্ধির পাশাপাশি কাজের মানচিত্রেও অনেক বদল এসেছে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় দেশের এক-এক অঞ্চলে এক-এক ধরনের কাজের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। যেমন, পুণে-চেন্নাইতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে অটোমোবাইল শিল্প। তথ্যপ্রযুক্তি বলতেই বেঙ্গালুরু বা কলকাতার কথা মনে পড়ে। আবার বিজ্ঞাপন বা প্রচারসংস্থাগুলি সরে এসেছে দিল্লি ও মুম্বইয়ে।

চাকরি খোঁজার সময় এই তথ্যগুলো খেয়াল রাখলে ভালো। তাহলে জায়গা অনুযায়ী চাকরির চেষ্টা করতে পারবে। সেক্ষেত্রে চাকরি পাওয়ার সুযোগও বেশি থাকবে।

তবে, প্রতিযোগিতামূলক বাজারে চাহিদা ও অর্থনীতির উত্থানপতনের ফলে যে-কোনও সময় ব্যবসার মোড় ঘুরে যেতে পারে। এর প্রভাব সরাসরি কর্মীদের উপর পড়তে বাধ্য। ইন্টারভিউ দিতে আসা প্রার্থী দ্রুত এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারঙ্গম কিনা তা ইন্টারভিউয়াররা যাচাই করে নেন।

পরিস্থিতির সাপেক্ষে বদলাও

রাজ্যের বাইরে চাকরি করতে বা বদলি হতে প্রার্থীর কোনও সমস্যা বা আপত্তি আছে কিনা তা ইন্টারভিউয়েই দেখে নেওয়া হয়। হয়ত কলকাতাতেই নিয়োগ হবে। কিন্তু জানতে চাওয়া হয়, চাকরির প্রথম দুই মাস বেঙ্গালুরুতে কাজ করতে পারবে কি না।

অন্যদিকে, এমন তো হতেই পারে যে, তোমার সত্যিই সেই সময় বাড়ি ছেড়ে থাকার ব্যাপারে কিছু ব্যক্তিগত সমস্যা আছে। কিন্তু তা আছে বলেই যদি বাইরে যাওয়ার প্রসঙ্গে একথায় 'না' বলে দাও, তাহলে কাজ আর পরিবারের মধ্যে ভরসাম্য বজায় রাখা নিয়ে প্রশ্ন উঠে যাবে। সত্যিই অসুবিধা থাকলে বরং বলতে পারো, একটানা দু'মাস ভিন্ রাজ্যে থাকতে পারবে না, তবে সপ্তাহে পাঁচদিন করে থাকতে পারবে। একথায় কাজের প্রতি তোমার আগ্রহ এবং দায়িত্ববোধ প্রকাশ পাবে। ইন্টারভিউয়ে যে-কোনও প্রসঙ্গেই অসুবিধা সত্ত্বেও ইন্টারভিউয়ারের সঙ্গে হ্যাঁ-তে হ্যাঁ মেলাতে হবে, এমন কথা নেই। কিন্তু তুমি যে ফ্লেক্সিবল সেটুকু বোঝাতে হবে।

একথা ঠিক, কর্মজীবনের শুরুতে কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জীবনের চেয়ে কাজকে একটু বেশি প্রাধান্য দিলে উন্নতির সুবিধা হয়। ধরা যাক কর্তৃপক্ষ জানাল, দুর্গাপুজোর অষ্টমীর দিন অফিসে আসতে হবে। এখন যদি কর্তৃপক্ষকে বলো, পরিজনদের সঙ্গে ঘুরতে যাবে বলে আসতে পারবে না, তাহলে তোমার বিষয়ে একটা নেতিবাচক ধারণা তৈরি হবে।

বিতর্কে জড়িও না

ইন্টারভিউয়ের সময় অনেক ক্ষেত্রে মতান্তর হওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি করা হয়। সেই সময়ে নিজেকে সংযত রেখে কথা বলতে হবে। আবার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী সঠিক তথ্যটিও ঠান্ডা মাথায় পেশ করতে হবে।

ইন্টারভিউয়ার নানারকম প্রশ্ন করে তোমায় বিভ্রান্ত করে দিতে চেষ্টা করবেন। এটা একটা কৌশল। সাধারণত আমরা অপরিচিত লোকের সঙ্গে সংযত হয়ে কথা বলি। কেউ মেজাজি হয়, কেউ বদরাগী হয়, কেউ সহজে ভুলে যায়। এই দিকগুলো আমরা সহজে অন্যের সামনে প্রকাশ করি না। কিন্তু ইন্টারভিউয়ার তোমার ওই চেহারাটাও দেখতে চাইবেন। তুমি নিজের রাগ বা ইমোশন কতটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারো তার উপরই তোমার সাফল্য নির্ভর করবে।

টুকরো পরামর্শ

- ইন্টারভিউয়ে অনেক সময়ই শেষ প্রশ্ন হিসেবে জানতে চাওয়া হয়, প্রার্থীর কোনও প্রশ্ন আছে কিনা। এর উত্তরে বেশিরভাগই 'না' বলে। কিন্তু এটা ইন্টারভিউয়ের খুব জরুরি অংশ। ইন্টারভিউয়ার আশা করেন, প্রার্থীর সংস্থার কাজ সম্পর্কিত জিজ্ঞাস্য থাকবে।
- ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার আগে ভয় যত বেশি পাবে তত বেশি বিপদে পড়বে। যেটুকু পড়ে যাচ্ছ, সেটুকু পারবেই— এই আত্মবিশ্বাস থাকলেই অনেক।
- কথোপকথনের ভাষা নিয়ে ভয় পেয়ে গুটিয়ে থাকলে নিজেরই ক্ষতি। ইংরেজি কাগজ জোরে জোরে পড়, বন্ধুদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলো, মোটামুটি কাজ চালানোর মতো ইংরেজি জানলেই হবে। আয়নায় নিজের চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা রপ্ত করো। প্রাথমিক জড়তা কাটবে, আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে।
- তুমি পারলে না, তোমার জায়গায় অন্য একজন চাকরিটা পেয়ে গেল। অর্থাৎ কাজ পাওয়াটা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তুমি কোনও একটা পর্যায় পর্যন্ত গিয়ে আটকে গিয়েছিলে। পরমুহূর্ত থেকে নিজের খামতিটা খুঁজে মেরামত করার চেষ্টা করো। মনে রেখো, চাকরি আছে। যে একেবারেই চেষ্টা করছে না, সে-ই শুধু চাকরি পাচ্ছে না। তাই কোনওভাবেই থেমে গেলে হবে না। বাধা পেলে পরের হার্ডল টপকানোর জন্য উঠে পড়ে চেষ্টা করো।

কেন্দ্রীয় সরকারের জৈব প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রকল্প

বারোর পাতার পর

মাপের ফটো (২৫ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং কালো

যোগ্যতার যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল ✓ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে

কর্মক্ষেত্র
বাঙালির কর্মজীবনের প্রবেশদ্বার
shine.com
Great careers start here
Shine.com now brings you great jobs
in partnership with KARMAKSHETRA
Companies Recruiting This Week